দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

১৭ 2002

—সংবাদ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ

খুলনা থেকে মানিক সাহা ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দলীয়করণ এবং আত্মীয়করণের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আসীনদের আত্মীয় বা পছন্দের লোক, মাদকদ্রব্যসহ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে থাকা আসামি, পাস কোর্সের প্রার্থীকেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান, কম্পিউটার না জেনেও কম্পিউটার অপারেটরের চাকরি লাভ, সাবজেক্ট রিলেটেড না হলেও শিক্ষক পদে নিয়োগ, মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভকারীদের না নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নির্বাচন ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে এবারের নিয়োগ বোর্ডের বিরুদ্ধে।

বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে ২রা আগস্ট অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায়। নিয়োগ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ থাকায় কর্তৃপক্ষ এবার সিন্ডিকেট সভায় 'সিল' মেরে তারপর নিয়োগপত্র ছেড়েছেন, যা অতীতে কোনদিন করা হয়নি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩১টি পদে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলে মোট ৮১ জনকে নিয়োগ করার জন্য গত জুন মাসে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এর মধ্যে ৮টি পদে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়নি বলে নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়নি। বাকি পদের মধ্যে মাত্র ২টি ছাড়া সব পদেই আগে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়।

সিলেকশন বোর্ড গঠন করে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নামে রীতিমতো প্রহসন করা হয়েছে বলে একাধিক সূত্রে অভিযোগ দুর্নীতি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

দুর্নীতি ঃ অভিযোগ

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

পাওয়া গেছে। কারণ ওইসব পদে অ্যাডহক ভিত্তিতে যাদের নেয়া হয়েছিল তাদেরই স্থায়ী করা (রেগুলার) হয়েছে মাত্র। অথচ শত শত মেধাবী ছেলেমেয়ে ব্যাংক ড্রাফট জমা দিয়ে দরখাস্ত করে চাকরির আশায় নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। সেকশন অফিসার পদের লিখিত পরীক্ষার একমাত্র প্রশ্ন ছিল 'খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ১০ লাইন ইংরেজি/বাংলায় লেখ'।

এমন একজনকে ড্রাইভার পদে নেয়া হয়েছে যে মাদকদ্রব্যসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কারাগারে ছিল।

সাতক্ষীরার এক বিএনপি নেতার ভাগ্নীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ১৫ই জুন দরখাস্ত করার শেষ দিন থাকলেও সে ২৯শে জুন ব্যাংক ড্রাফট করে গোপনে দরখাস্ত করেছে। অন্য একজনের বিশেষ তদবিরে ইউআরপি ডিসিপ্লিনের এক ছাত্রীকে অর্থনীতি ডিসিপ্লিনে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি।

ফরেস্ট্রি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফার্মাসিসহ কয়েকটি ডিসিপ্লিনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের চাকরি হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও নিয়োগ বোর্ডের প্রধান প্রফেসর ড. জাবেদ হোসাইন বলেন, নিয়োগে কোন প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হয়নি। সিলেকশন বোর্ড যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সব পদে যোগ্য লোক নিয়োগ করেছে।